The Chittagong University Journal of Arts and Humanities
ISSN 1993-5536
VOL.XXXVIII, 2022 (pp.179 -192)
Published in July, 2025

কিসাসরূপে আগুনে পুড়িয়ে হত্যা: ফিক্হী পর্যালোচনা

মুহাম্মদ নছিম*

প্রতিপাদ্যসার: মানব সম্প্রদায়ের সকল অধিকার, সুবিধা নিশ্চিত করণ এবং রক্ষণের জন্যই ইসলামী শরীয়তের প্রণয়ন। তা ব্যক্তি পর্যায় থেকে নিয়ে সমাজ এবং রাষ্ট্রীয় পর্যায়ের সকল ধাপে প্রবর্তিত। মহাপ্রাজ্ঞ বিধানদাতা আল্লাহ তা'আলা মানুষের আকৃতি, প্রকৃতি এবং বাস্তবতা সম্পর্কে সম্যক অবগত অবস্থায় এই বিধান প্রণয়ন করেছেন। এর মাধ্যমে তিনি সকল মানুষের সম্মান ও মর্যাদা বৃদ্ধি করেছেন। ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে আল্লাহ তা'আলা মানুষের প্রতি ভাল আচরণের নির্দেশ দিয়েছেন এবং তার সাথে বিশ্বাস- ঘাতকতা থেকে নিষেধ করেছেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন: (وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلاً) অর্থ: আর আমি তো আদম সন্তানদের সম্মানিত করেছি, তাদেরকে স্থলে ও জলে বাহন দিয়েছি এবং তাদেরকে দিয়েছি উত্তম রিযিক। আর আমি যা সৃষ্টি করেছি তাদের থেকে অনেকের উপর আমি তাদেরকে অনেক শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছি।} (আল্ কুরআন, ১৭:৭০)। হযরত জাবের (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসুল (সা.) বলেছেন;

قالَ رسُولُ اللهِ صَلى الله عَليهِ وَسلَمَ : إن دِمَاءُكُم وَأموَالُكُم وَ أعرَاضُكُم عَليكُم حَرام, كَحُرمَةِ يَومِكُم هَذا فِي بَلَدِكُم هَذا.

"নিশ্চয় তোমাদের প্রাণ, সম্পদ এবং সম্মান নষ্ট করা পরস্পরের জন্য এমনভাবে হারাম, যেমন এই দিন এই শহরে (কোন অপরাধ করা) হারাম।" (*সহীহ মুসলিম*, ৫ম খন্ড, পৃ. ১০৮, হাদিস নং-১৬৭৯)।

সৃষ্টিজীবের প্রতি সদাচরণের দিকটাকে ইসলাম বেশি গুরুত্ব দিয়েছে এবং তাদের প্রতি সীমালঙ্ঘন করাকে হারাম করেছে। সমাজের শান্তি ও নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে অপরাধী ও অন্যায়কারীদের জন্যে ইসলাম অনেক কঠিন-কঠোর শাস্তি ও দন্ডবিধি নির্ধারণ করে দিয়েছে। আবার অন্যায়কারীর প্রতি সহানুভূতিশীল হয়ে সেই দন্ডকে তার কৃত গুনাহের ক্ষমাপ্রাপ্তির মাধ্যম হিসেবে গণ্য করেছে। ইতিহাসের প্রাপ্ত তথ্য থেকে জানা যায় যে, এমন ভুরি ভুরি দৃষ্টান্ত রয়েছে, যেখানে অন্যায়কারী তার কৃত অপরাধের শাস্তি ভোগ করার মাধ্যমে সকল পাপের প্রায়শ্চিত করেছেন এবং শ্রেষ্ঠ মর্যাদার অধিকারী হয়েছেন। ইসলামের নির্ধারিত দন্ডবিধিগুলোর একটি হলো "কিসাস"। মানুষের প্রাণ বা অঙ্গহানি হলে যে নির্ধারিত শাস্তি প্রযোজ্য হয় তাকে কিসাস বলে। কিসাস প্রয়োগের ক্ষেত্রে অনেক শর্ত ও অবস্থা বিবেচনা করতে হয়। যদি সবগুলো সঠিকভাবে পাওয়া যায় তাহলে অপরাধী ব্যক্তির পক্ষ থেকে কিসাস গ্রহণকারীদের কাছে ক্ষমাপ্রার্থনার সুযোগ থাকবে। তাদের কেউ একজন যদি ক্ষমা করে দেন তাহলে আর কিসাস নেয়া যাবে না। বিকল্প শাস্তি প্রয়োগ করা হবে। কিসাসের দাবিতে আগুনে পুড়িয়ে হত্যা করার বিষয়টি এই অধ্যায়ের একটি গুরুত্বপূর্ণ আলোচ্যবিষয়।

ভূমিকা

ইসলাম কিসাসের বিধান দিয়েছে মানুষের প্রাণ বাঁচাতে। সূরা বাকারার ১৭৯ নং আয়াতে মহান আল্লাহ তা'য়ালা ইরশাদ করেন, وَلَكُم فِي القِصَاصِ حيوة يا أولِي الألبَابِ لَعَلَكُم تتقون.

"আর হে বিবেকসম্পন্নগণ, কিসাসে রয়েছে তোমাদের জন্য জীবন, আশা করা যায় তোমরা (এর মাধ্যমে) তাকওয়া অবলম্বন করবে।"

* সহযোগী অধ্যাপক, ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়।

তবে এই কিসাস দন্ডাদেশ কার্যকরের ক্ষেত্রে ইসলামের রয়েছে সুনির্দিষ্ট ও সুন্দর নির্দেশনা। এটি কার্যকরে এমন কোনো পদ্ধতি অবলম্বন করা যাবে না, যাতে মানব শরীরের মর্যাদা বিনষ্ট হয়। বিশেষত আগুনে পুড়িয়ে কিসাসের দন্ডাদেশ বাস্তবায়ন করা যাবে না। কারণ, এই পদ্ধতি একদিকে হিন্দু ধর্মের সাথে সাদৃশ্য রাখে অন্যদিকে এর মাধ্যমে আশরাফুল মাখলুখাত মানুষের শরীরে সম্মানহানি হয়, যা ইসলাম কখনো সমর্থন করে না। বক্ষ্যমান প্রবন্ধে ইসলামে যে "আগুনে পুড়িয়ে কিসাসের দন্ডাদেশ বাস্তবায়ন বৈধ কি না? তা কুরআন, হাদীস, ইজমা ও কিয়াসের মাধ্যমে প্রমাণ করার প্রয়াস পাবো, ইনশাআল্লাহ।

কিসাসের পরিচয়:

কিসাস (قصاص) শব্দটি আরবী। "ক্বাফ" বর্ণে যের যোগে -এর আভিধানিক অর্থ হল পদাঙ্ক অনুকরণ করা, সমান বদলা গ্রহণ করা ও সাদৃশ্য বজায় রাখা। আরবিতে বলা হয় قص أثره অর্থাৎ সে তার পদাঙ্ক অনুকরণ করলো। প্রখ্যাত ভাষাবিদ ইবনু ফারিস বলেন: قص ক্বাফ ও ছাদ মূলধাতু দ্বারা গঠিত যে কোন শব্দই মূলত কোন বস্তুর অনুসরণ, অনুকরণ করার অর্থ প্রকাশ করে। আরবিতে এ অর্থে ব্যবহার হয় اقتصصت الأثر অর্থাৎ আমি পদাঙ্ক অনুসরণ করলাম। এখান থেকেই মূলত কিসাস শব্দটি উৎপন্ন হয়েছে। কারণ, এর মূল অর্থ হলো- অন্যায়কারীর সাথে তার অন্যায়ের অনুরূপ আচরণ করা। যেন এ ক্ষেত্রে তার অনুসরণ করা হয়। তবে কিসাস শব্দটি হত্যার বদলায় হত্যাকারীকে হত্যা করা, যখমের বদলায় যখমকারীকে যখম করা এবং অঙ্গকর্তনের বদলায় অঙ্গকর্তনকারীর অঙ্গকর্তন করার অর্থে ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়। শরী'আতের পরিভাষায় (القصاص: ان يعاقب الجاني بمثل جنايته على ارواح الناس او عضو من اعضائهم. " মানুষের প্রাণ কিংবা অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের ওপর অপরাধী যে রুপ অপরাধ করেছে, তাকে ঠিক সে রুপ দলা দেয়াকে কিসাস বলা হয়, অর্থাৎ অপরাধীকে তার অপরাধ সাদৃশ শাস্তি প্রদানকে কিসাস বলা হয়। যেমন হত্যার বদলায় হত্যা করা এবং যখমের বদলায় যখম করা। (ইব্ন মানযুর, *লিসানুল আরব*, খন্ড ৮, পৃ. ৩৪১; আল জাযীরী, *কিতাবুল ফিকহ আলাল মাযাহিবিল 'আরবা'আহ*, খ-৫, পৃ. ২৪৪)। কিসাসের পারিভাষিক অর্থও আভিধানিক অর্থের বাইরে নয়। ফকীহগণের সংজ্ঞাগুলো পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, কিসাসের মূল উদ্দেশ্য হলো- অপরাধীকে তার সংঘটিত অপরাধ-পদ্ধতিতেই শাস্তি প্রদান করা। সুতরাং সে যেভাবে হত্যাকান্ড ঘটিয়েছে সেভাবেই তাকে হত্যা করা। কিংবা ভিক্টিমের শরীরে যেভাবে আঘাত করেছে তার শরীরেও সেভাবে আঘাত করা হবে।

কিসাস এর শরঈ প্রমাণিকতা:

ইসলামী শরীয়তের গুরুত্বপূর্ণ উৎস হলো মহাগ্রন্থ আল-কুরআনুল কারীম, হাদীসে রাসূল স. এবং ইজমা। কিসাসের শরঈ প্রমাণ সম্পর্কে নিম্নে সংক্ষিপ্তাকারে উপস্থাপন করা হলো:

আল-কুরআন দ্বারা কিসাসের প্রমাণ:

আল-কুরআনুল কারিমের বেশ কিছু আয়াতে অন্যায়ভাবে হত্যার শাস্তির ব্যবস্থা "কিসাস" নিয়ে আলোচনা এসেছে। যেমন;

১. আল্লাহ তা'আলা বলেন;

يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالأُنْثَى بِالأُنْثَى فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ذلك تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ فَمَنِ اعْتَدَى بَعْدَ ذلك فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ.

“হে মু'মিনগণ! নিহতদের ব্যাপারে তোমাদের জন্য কিসাসের বিধান দেয়া হয়েছে। স্বাধীন ব্যক্তির বদলে স্বাধীন, ক্রীতদাসের বদলে ক্রীতদাস এবং নারীর বদলে নারী। তার ভাইয়ের পক্ষ হতে কিছু ক্ষমা করে দেয়া হলে, সে অবস্থায় যথাযথ ন্যায়নীতির অনুসরণ করা ও সততার সঙ্গে তার দিয়াত আদায় করা বিধেয়। এটি তোমাদের প্রভুর পক্ষ হতে সহজীকরণ ও রহমত বিশেষ। এরপর যে কেউ বাড়াবাড়ি করবে, তার জন্য যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি রয়েছে।" (আল্ কুরআন, ২:১৭৮)।

২. মহান আল্লাহ তা'আলা বলেন;

وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِيْ حَرَّمَ اللّٰهُ اِلَّا بِالْحَقِّ وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا فَلا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ إِنَّهُ كَانَ مَنْصُورًا.

“যথাযথ কারণ ছাড়া আল্লাহ যাকে হত্যা করা নিষিদ্ধ করেছেন তাকে হত্যা করো না। আর কেউ অন্যায়ভাবে নিহত হলে তার উত্তরাধিকারীকে তো আমি তার প্রতিকারের অধিকার দিয়েছি (কিসাস দাবী করার বা ক্ষমা করে দেয়ার)। কাজেই সে যেন হত্যার ব্যাপারে বাড়াবাড়ি না করে। কারণ সে তো সাহায্যপ্রাপ্ত হয়েছে (আইন-বিধান দিয়ে)।" (আল্ কুরআন, ১৭:৩৩)।

৩. কিসাস সম্পর্কে সূরা মায়িদায় মহান আল্লাহ আরো বলেন;

(وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالأَنْفَ بِالأَنْفِ وَالأُذُنَ بِالأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ ۚ وَمَنْ لَّمْ يَحْكُمْ بِمَآ اَنْزَلَ اللّٰهُ فَاُولٰئِكَ هُمُ الظّٰلِمُوْنَ).

“আমি তাদের জন্য তাতে বিধান নির্ধারণ করে দিয়েছিলাম যে, প্রাণের বদলে প্রাণ, চোখের বদলে চোখ, নাকের বদলে নাক, কানের বদলে কান, দাঁতের বদলে দাঁত (নেয়া হবে) এবং যখমসমূহের বদলে অনুরূপ যখম (করা হবে)। আর যে ক্ষমা করে দেয়, তা তার পাপের জন্য কাফফারা হবে। আল্লাহ যা নাযিল করেছেন সে অনুযায়ী যারা বিচার ফায়সালা করে না তারাই যালিম।” (আল্ কুরআন, ৫:৪৫)।

উপর্যুক্ত আয়াতগুলোতে অন্যায় হত্যার শাস্তি স্বরূপ কিসাসের বিধান ব্যক্ত হয়েছে। কিসাস-গ্রহণের অধিকারী কারা এবং কিসাস ক্ষমা করার অধিকার কার আছে- তাও বর্ণিত হয়েছে।

হাদিসে রাসূল (সা.):

রাসুলুল্লাহ (সা.) এর জীবদ্দশায় অনেক অন্যায় হত্যার ঘটনা সঙ্ঘটিত হয়েছে, যেগুলোতে তিনি কিসাস-গ্রহণের নির্দেশ দিয়েছেন। হাদিসের গ্রন্থসমূহে সেগুলো সুন্দরভাবে বর্ণিত হয়েছে। যেমন;

عن أبي هُرَيْرَةَ رضي الله تعالى عنه : أَنَّهُ عَامَ فَتْحِ مَكَّةَ قَتَلَتْ خُزَاعَةُ رَجُلاً مِنْ بَنِي لَيْثٍ بِقَتِيلٍ لَهُمْ فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَقَامَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ إِنَّ اللهَ حَبَسَ عَنْ مَكَّةَ الْفِيلَ وَسَلَّطَ عَلَيْهِمْ رَسُولَهُ وَالْمُؤْمِنِينَ أَلاَ وَإِنَّهَا لَمْ تَحِلَّ لأَحَدٍ قَبْلِي وَلاَ تَحِلُّ لأَحَدٍ بَعْدِي أَلاَ وَإِنَّمَا أُحِلَّتْ لِي سَاعَةً مِنْ نَهَارٍ أَلاَ وَإِنَّهَا سَاعَتِي هَذِهِ حَرَامٌ لاَ يُخْتَلَى شَوْكُهَا وَلاَ يُعْضَدُ شَجَرُهَا وَلاَ يَلْتَقِطُ سَاقِطَتَهَا إِلاَّ مُنْشِدٌ وَمَنْ قُتِلَ لَهُ قَتِيلٌ فَهُوَ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ إِمَّا يُودَى وَإِمَّا يُقَادُ .....

“আবু হুরায়রা রা. হতে বর্ণিত, মক্কা বিজয়ের বছর খুযাআ গোত্রের লোকেরা ইসলামপূর্ব যুগে স্বগোত্রীয় নিহত ব্যক্তির প্রতিশোধ হিসেবে বনি লায়স গোত্রের এক লোককে হত্যা করে বসল। তখন রাসুলুল্লাহ (সা.) দাড়িয়ে বললেন; আল্লাহ তা'আলা মক্কা থেকে হস্তিদলকে প্রতিহত করেছেন এবং তাদের বিরুদ্ধে আপন রাসুল ও মুমিনদেরকে কর্তৃত্ব দান করেছেন। জেনে রেখো! আমার আগে উপরে কারো জন্য ৩টি হালাল করা হয়নি। বেলায় তা দিনের কিছু সময়ের জন্য হালাল করা হয়েছিল। সাবধান! তা আমার এ সময়ে এমন সম্মানিত, তা কাঁটা

উপড়ানো যাবে না, তার গাছ কাটা যাবে না, তাতে পড়ে থাকা বস্তু মালিকের কাছে ফিরিয়ে দেয়ার উদ্দেশ্য ছাড়া তুলে নেয়া যাবে না। আর যার কাউকে হত্যা করা হয় সে দু'প্রকার দন্ডের যে কোন একটি দেয়ার অধিকার লাভ করবে। হয়ত রক্তপণ নেয়া হবে, নতুবা কিসাস নেয়া হবে। (আল-বুখারী, *সহিহ বুখারী*, খন্ড-৬, পৃ. ২৫২২- হাদীস নং- ৬৪৮৬)।

عن محمد بن عبد الله الأنصاري قال: حدثني حميد: أن أنسا حدثهم: أن الربيع، وهي ابنة النضر، كسرت ثنية جارية، فطلبوا الأرش وطلبوا العفو فأبوا، فأتوا النبي صلى الله عليه وسلم فأمرهم بالقصاص، فقال أنس ابن النضر: أتكسر ثنية الربيع يا رسول الله؟ لا والذي بعثك بالحق لا تكسر ثنيتها، فقال: (يا أنس، كتاب الله القصاص). فرضي القوم وعفوا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: (إن من عباد الله، من لو أقسم على الله لأبره). زاد الفزاري: عن حميد، عن أنس، فرضي القوم وقبلوا الأرش.

"হযরত আনাস রা. থেকে বর্ণিত রয়েছে, রুবাইয়্যি' বিনতে নাযর জনৈকা দাসীর সামনের একটি দাঁত ভেঙ্গে দিয়েছিলেন। সাহাবীগণ এর জন্য রক্তমূল্য দিতে চাইলেন; কিন্তু দাসীর অভিভাবকরা তা অস্বীকার করে কিসাস দাবী করল। এরা সকলেই নবী (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর নিকট আসলেন। তিনিও কিসাস গ্রহণের নির্দেশ দিলেন। ইত্যবসরে রুবাইয়্যি' বিনতে নাযর এর ভাই আনাস ইব্‌নু নাযর (রা.) এসে নবী (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কে বললেন, 'হে আল্লাহর রসূল! আপনি কি রুবাইয়্যি-এর দাঁত ভেঙ্গে ফেলবেন? সে জাতের শপথ, যিনি আপনাকে সত্য দ্বীন সহকারে পাঠিয়েছেন, আপনি তার দাঁত ভেঙ্গে ফেলবেন না। নবী (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন, 'হে আনাস, আল্লাহ্‌র কিতাবে কিসাসের বিধান রয়েছে।' বর্ণনাকারী বলেন, এতদশ্রবণে দাসীর অভিভাবকেরা ক্ষমা করে দিল। অত:পর নবী (সা.) বললেন, আল্লাহ্‌র এমন কিছু বান্দা রয়েছে, যারা আল্লাহ্‌র নামে শপথ করলে, আল্লাহ তা'আলা তাদের শপথকে পূর্ণ করে দেন।" (আল বুখারী, *সহিহ বুখারী*, খন্ড-২, পৃ. ৯৬১- হাদীস নং -২৫৫৬।)

উপরোক্ত দু'টি হাদিসে কিসাসের বিধান প্রয়োগ হওয়ার কারণ বর্ণিত হয়েছে। সাথে সাথে কিসাস গ্রহণের পদ্ধতি, কিসাস ক্ষমা করার অধিকারী ব্যক্তি এবং কিসাসের পরিবর্তে দিয়াত নেওয়ার বৈধতার কথাও উল্লেখিত হয়েছে।

আলিমগণের ঐকমত্য:

অন্যায়ভাবে নিহত ব্যক্তির হত্যাকারী থেকে কিসাস গ্রহণ আবশ্যক হওয়ার ব্যাপারে মুসলিম উম্মাহর পূর্বাপর সকল আলেম একমত। কারণ, এর মাধ্যমে সমাজকে অপরাধের কালিমা থেকে মুক্ত করা হয়। নিহত ব্যক্তির পরিবার-পরিজনের অন্তরে প্রশান্তি দেওয়া হয়। সমাজে বিশৃঙ্খলা ও অরাজকতা সৃষ্টি হওয়ার পথ রুদ্ধ করা হয়। সর্বোপরি মানব জীবনের মূল্য নিশ্চিত করা হয়, যা আল্লাহ তা'আলার একান্ত কাম্য। (আল কাসানী, *বাদায়িউস সানায়ে*, খন্ড নং- ৭, পৃ. ২৩৭।)

কিসাস গ্রহণের পরিবর্তে ক্ষমা প্রদর্শনের প্রতি উৎসাহ:

ফিকাহশাস্ত্রবিদগণ এ ব্যাপারে একমত, হত্যাকারী ব্যক্তিকে ক্ষমা করে দেয়া বৈধ। বরং কিসাস গ্রহণের চেয়ে তা অধিক উত্তম। এর স্বপক্ষে অনেক হাদিসের বর্ণনা পাওয়া যায়। এ প্রসঙ্গে হযরত আবূ হুরাইরা রাজি. বলেন;

১.

عن أبي هريرة رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- قال :ما نقصت صدقة من مال، وما زاد الله عبداً بعفو إلا عزًّا، وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله.

"আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেছেন: "সাদাকা করলে সম্পদে কমতি আসে না। যে বান্দা ক্ষমা করে দেয় আল্লাহ তার মর্যাদা বৃদ্ধি করে দেন। আর যে আল্লাহর জন্য বিনয়ী হয় আল্লাহ তাকে সম্মানিত করেন। (মুহাম্মদ ইবন ইসহাক, *সহিহ ইবনে খুযায়মা*, খন্ড-২, পৃ. ১১৬৮, হা-২৪৩৬।)

২.

عَنْ وَائِلِ بْنُ حُجْرٍ، قَالَ كُنْتُ عِنْدَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم إِذْ جِيءَ بِرَجُلٍ قَاتِلٍ فِي عُنُقِهِ النِّسْعَةُ قَالَ فَدَعَا وَلِيَّ الْمَقْتُولِ فَقَالَ " أَتَعْفُو " . قَالَ لاَ . قَالَ " أَفَتَأْخُذُ الدِّيَةَ " . قَالَ لاَ . قَالَ " أَفَتَقْتُلُ " . قَالَ نَعَمْ . قَالَ " اذْهَبْ بِهِ " . فَلَمَّا وَلَّى قَالَ " أَتَعْفُو " . قَالَ لاَ . قَالَ " أَفَتَأْخُذُ الدِّيَةَ " . قَالَ لاَ . قَالَ " أَفَتَقْتُلُ " . قَالَ نَعَمْ . قَالَ " اذْهَبْ بِهِ " . فَلَمَّا كَانَ فِي الرَّابِعَةِ قَالَ " أَمَا إِنَّكَ إِنْ عَفَوْتَ عَنْهُ يَبُوءُ بِإِثْمِهِ وَإِثْمِ صَاحِبِهِ " . قَالَ فَعَفَا عَنْهُ . قَالَ فَأَنَا رَأَيْتُهُ يَجُرُّ النِّسْعَةَ.

"ওয়াইল ইবনু হুজর (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি নবী (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর নিকট উপস্থিত ছিলাম। এমতাবস্থায় গলায় চামড়ার রশি বাঁধানো এক হত্যাকারীকে আনা হল। বর্ণনাকারী বলেন, তিনি (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) নিহত ব্যাক্তির অভিভাবককে ডেকে বললেন, তুমি কি ক্ষমা করে দিবে? সে বললো, না। তিনি বললেন, তুমি কি দিয়াত নিবে? সে বললো, না। তিনি পুনরায় বললেন, তুমি কি হত্যা করবে? সে বললো, হাঁ। তিনি (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) নির্দেশ দিলেন, একে নিয়ে যাও। সে যখন যেতে উদ্যত হলো, তখন তিনি (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) পুনরায় বললেন, তুমি কি ক্ষমা করে দিবে? সে বললো, না। তিনি বললেন, তুমি কি রক্তপণ গ্রহণ করবে? সে বললো, না। তিনি প্রশ্ন করলেন, তাহলে তুমি কি হত্যা করবে? সে বললো, হাঁ। তিনি বললেন, একে নিয়ে যাও। এভাবে চতুর্থবারে তিনি বললেন, জেনে রাখো, তুমি তাকে ক্ষমা করে দিলে সে নিজের ও তার সাথীর গুনাহ নিয়ে ফিরতো। বর্ণনাকারী বলেন, অতএব সে তাকে ক্ষমা করে দিলো। বর্ণনাকারী বলেন, আমি তাকে (হত্যাকারীকে) চামড়ার রশি টেনে টেনে চলে যেতে দেখেছি। (আবূ দাউদ, *সুনানে আবু দাউদ*, খন্ড-৬, পৃ ৫৪৯, হা-৪৪৯৯।)

কিসাসের উদ্দেশ্য:

ইসলামী শরীয়তে কিসাসের বিধান করা হয়েছে, তার মূল লক্ষ্য কাউকে কষ্ট দেওয়া নয়; বরং এ বিধান মানব জীবনের সার্বিক কল্যাণ ও নিরাপত্তার জন্য প্রণয়ন করা হয়েছে। তা কেবল সে ব্যক্তির জন্য নয় যে অপরাধ করেছে; বরং তা পুরো সমাজের জন্য।

মানব জাতীর মৌলিক বিষয়সমূহের সংরক্ষণ:

দ্বীন সংরক্ষণ, বংশ সংরক্ষণ, বিবেক-বুদ্ধি সংরক্ষণ, ধন-সম্পদ সংরক্ষণ, ইজ্জত- আব্রু সংরক্ষণ- এ পাঁচটি মানুষের মৌলিক প্রয়োজন হিসেবে চিহ্নত। এ বিষয়গুলো যথাযথভাবে কার্যকর না থাকলে মানুষের জীবন ও কল্যাণের কথা চিন্তা করা যায় না। যে যতটুকু অপরাধ করবে তাকে অবশ্যই ততপরিমাণ শাস্তি দিতে হবে, যাতে ভবিষ্যতে এমন কাজ আর কেউ করতে সাহস না পায়।

মানব সমাজের কল্যাণ সাধন:

এ অপরাধের বিধানে বাহ্যত যদিও অপরাধীকে কষ্ট দান করা হয়; মূলত কষ্ট দান করাই এর প্রধান লক্ষ্য নয়। মূল লক্ষ্য হলো শাস্তি কার্যকরের মাধ্যমে মানব সমাজের সার্বিক কল্যাণ সাধন করা। এতে অন্যায় ও যুলমের বিস্তার ও ব্যাপকতা প্রতিরোধ এবং আইন অমান্য করার প্রবণতা রুদ্ধ হয়। কারো প্রতি নির্মমতা প্রদর্শন বা কারো থেকে প্রতিশোধ গ্রহণ আদৌ মূল লক্ষ্য উদ্দেশ্য নয়। মূলত তা প্রতিরোধক ও প্রতিষেধক। জীবন রক্ষার জন্য যেমন পচে যাওয়া অঙ্গ কেটে ফেলা অপরিহার্য, অনুরূপ মানব সমাজকে রক্ষা করার জন্য অপরাধীর কঠোর ও দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি প্রদান করা অপরিহার্য।

অপরাধীকে পবিত্র করা:

এ অপরাধের শাস্তি কার্যকর করার পরও অপরাধীর প্রতি হিংসা বা শত্রুতা পোষণ করে না বরং অপরাধীকে অত্যন্ত দয়া-অনুগ্রহ ও প্রীতির নজরে দেখা হয়। এ শাস্তি কার্যকরের মাধ্যমে অপরাধীকে পরিশুদ্ধ করে, তার পাপ ধুয়ে-মুছে ফেলে এবং পরকালিন আযাব থেকে রক্ষা করে।

কিসাস গ্রহণের পদ্ধতিঃ

যদি নিহত ব্যক্তির অভিভাবকগণ কিসাসের পরিবর্তে অন্য কিছু গ্রহণ করতে অস্বীকার করে তাহলে সকল ফিকাহশাস্ত্রবিদের মতে কিসাস গ্রহণ করা আবশ্যক। আর তরবারি দিয়ে কিসাস গ্রহণের ব্যাপারেও সকলে ঐক্যমত পোষণ করেন। চাই হত্যাকান্ডটি তরবারি দিয়ে করা হোক কিংবা অন্যকিছু দিয়ে। কেননা, তরবারি দিয়ে কিসাস গ্রহণের মাধ্যমে অপরাধীর প্রতি দয়া প্রকাশ পায়; যা ইসলাম ধর্মের অনন্য বৈশিষ্ট্য। (আদ দাসূকী, *হাশিয়াতুদ দাসূকী*, খন্ড-৪, পৃ. ২৬৫-২৬৬; ইবনু কুদামা, *আল-মুগনি*, খন্ড-৮, পৃ. ২৬৮।)

আগুনে পুড়িয়ে কিসাস গ্রহণঃ

আগুনে পুড়িয়ে কিসাস গ্রহণ সম্পর্কে ফিকাহশাস্ত্রবিদগণের মাঝে দু'টি অভিমত পরিলক্ষিত হয়; এক. বৈধ। দুই. অবৈধ। উভয় অভিমতের ব্যাপারে সবিস্তার আলোকপাত করব।

অভিমতঃ আগুনে পুড়িয়ে কিসাস গ্রহণ বৈধঃ

মালিকি মাযহাব, শাফিয়ী মাযহাব এবং হাম্বলী মাযহাবের এক অভিমত অনুযায়ী যে অস্ত্রের মাধ্যমে অপরাধ সঙ্ঘটিত হয়েছে সে অস্ত্রের মাধ্যমে কিসাস গ্রহণ করা বৈধ। অতএব কেউ কাউকে উঁচু স্থান থেকে নিক্ষেপ করে মেরে ফেললে হত্যাকারীকেও উঁচু স্থান থেকে নিক্ষেপ করে মেরে ফেলা হবে। কেউ কাউকে আগুনে পুড়িয়ে হত্যা করলে হত্যাকারীকেও অনুরূপভাবে পুড়িয়ে মারা হবে। কেউ কাউকে পানিতে ডুবিয়ে মারলে তাকেও পানিতে ডুবিয়ে মারা হবে। তবে অস্ত্রটি কিংবা পদ্ধতিটি যদি মৌলিকভাবে অবৈধ হয় তাহলে শুধু তরবারি দিয়ে কিসাস গ্রহণ করা হবে। সেই অবৈধ অস্ত্র দিয়ে কিংবা অবৈধ পন্থায় কিসাস গ্রহণ করা হবে না। যেমন, কাউকে যাদু দিয়ে হত্যা করা হলে কিংবা কাউকে পুন:মৈথুন করার ফলে সে মারা গেলে তাহলে হত্যাকারী থেকে কিসাস নেওয়ার সময় তাকে অনুরূপ যাদু করা হবে না কিংবা পুন:মৈথুন করা যাবে না। (আল মাকদাসী, *আল-মুগনি*, খন্ড-৮, পৃ. ৩০৪।)

ইমাম আবু সাউর, ইমাম ইসহাক এবং ইমাম ইবনু মুনযিরও এই মতটি পোষণ করেছেন। (আল-আঈনী, *উমদাতুল কারী*, খন্ড-২৪, পৃ. ৩৯।)

শরহু মুখতাসারি খলিল গ্রন্থে এসেছেঃ "যে ব্যক্তি কাউকে পানিতে ডুবিয়ে বা গলা টিপে অথবা পাথর মেরে হত্যা করবে তার সাথেও অনুরুপ আচরণ করা হবে। অনুরূপভাবে যে ব্যক্তি কাউকে লাঠি দিয়ে পিটিয়ে হত্যা করবে তাকেও মৃত্যু হওয়া পর্যন্ত লাঠি দিয়ে পেটানো হবে।" (আবদুল্লাহ মুহাম্মদ বিন ইউসুফ, *শারহু মুখতাসারি খলিল*, খন্ড-৮, পৃ. ৩০।)

মালিকি মাযহাব উপরোক্ত মতটি গ্রহণ করলেও অপরাধীর প্রতি দয়া প্রদর্শনের দিকটি বিশেষভাবে বিবেচনা করেছেন। তাদের মতে কিসাস গ্রহণের পূর্বে নিহত ব্যক্তির অভিভাবকের কাছে দয়া ভিক্ষা করা হবে। আর যে পাথর মেরে বা লাঠির আঘাতে হত্যা করেছে তাকে তরবারি দিয়েই হত্যা করা হবে। কিসাস গ্রহণের ক্ষেত্রে সমান আচরণ শর্ত নয়। আগুনে পুড়িয়ে হত্যার ব্যাপারেও একই কথা। আবার আগুনে পুড়িয়ে কিসাস গ্রহণ বৈধ হওয়ার ক্ষেত্রে মালিকি মাযহাব মতে অপরাধ কর্ম প্রমাণের মাধ্যমে বা অপরাধীর স্বীকারোক্তির মাধ্যমে সাব্যস্ত হতে হবে। যদি তা না হয় তাহলে তরবারি দিয়েই কিসাস নেয়া আবশ্যক। (আদ দাসূকী, *হাশিয়াতুদ দাসূকী*, খন্ড-৪, পৃ. ২৬৫।)

আর শাফিয়ি মাযহাবে কিসাস গ্রহণের সময় মানবিক দিকটা বিবেচ্য। তাই নিহত ব্যক্তির অভিভাবকের জন্য যে কোন একটি গ্রহণ করার অধিকার থাকবে। তিনি চাইলে তরবারি দিয়ে হত্যা করতে পারবেন। আবার চাইলে আগুনে পুড়িয়েও কিসাস নিতে পারবেন। তবে তাকে পুড়িয়ে একদম ছাই করে ফেলবে না। প্রাণ চলে যাওয়ার সাথে সাথে আগুন থেকে বের করে ফেলবে; যাতে তাকে গোসল দিয়ে কাফন পরানো যায়। (আল-মাওয়ার্দী, *আল-হাওয়িল কাবির*, খন্ড-১২, পৃ. ১৪১।)

এখানে আরো দেখার বিষয় যে, কাউকে আগুনে নিক্ষেপ করার পর সেখান থেকে তার বের হয়ে আসার সুযোগ ছিল কিনা। যদি সুযোগ থাকা সত্ত্বেও সে বের হয়ে না আসে তবে কোন কিসাস নেয়া যাবে। এভাবে কাউকে পানিতে ফেলে দেয়া হলে সে যদি সামর্থ্য সত্ত্বেও বের হয়ে না আসে তবে কোন কিসাস নেয়া যাবে না। তবে যদি তাকে বেঁধে নিক্ষেপ করা হয় অথবা সে যদি সাঁতার না পারে তাহলে কিসাস নেয়া হবে। আর যদি সাঁতার জানা সত্ত্বেও স্রোত কিংবা বাতাসের কারণে মুক্তি পেতে না পারে তাহলে দিয়াত (রক্তপণ) নেয়া হবে। (ইমাম নববী, *আল-মিনহাজুন নববি*, পৃ. ১২২।)

এই অভিমতের পক্ষে প্রমাণসমূহ:

উপরোক্ত অভিমত পোষণকারী ইমামগণ তাদের মতের পক্ষে কয়েকভাবে প্রমাণ উপস্থাপন করেছেন। যথা;

প্রথমত: কুরআনের আয়াতসমূহ:

فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ.

"যে কেউ তোমাদের প্রতি কঠোর আচরণ করে, তবে তোমরাও তাদের প্রতি কঠোর আচরণ কর যেমনি কঠোরতা সে তোমাদের প্রতি করেছে। (আল্ কুরআন, ২:১৯৪।) সূরা আন-নাহল -এ মহান আল্লাহ আরো বলেন;

وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ

"যদি তোমরা প্রতিশোধ গ্রহণ করতে চাও তবে ততটুকু প্রতিশোধ গ্রহণ কর যতটুকু অন্যায় তোমাদের উপর করা হয়েছে। (আল্ কুরআন, ১৬:১২৬।)

وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا

"অন্যায়ের প্রতিবিধান হলো অনুরুপ অন্যায়। (আল্ কুরআন, ৪২:৪০।)

উপর্যুক্ত আয়াতগুলো সুস্পষ্টভাবে প্রকাশ করছে যে, কিসাস গ্রহণের ক্ষেত্রে সমান আচরণ করা বৈধ। সুতরাং হত্যাকারী যেভাবে হত্যাকান্ড ঘটিয়েছে সে পদ্ধতিতে তাকেও হত্যা করার অধিকার নিহত ব্যক্তির অভিভাবকের থাকবে। আর কিসাসের বিধান প্রণয়নের একটি উদ্দেশ্য হলো হত্যাকারীর সাথে সমান আচরণ করা। আর যে পদ্ধতিতে সে হত্যাকান্ড ঘটিয়েছে সেভাবেই তাকে হত্যা করা হলে কিসাসের উদ্দেশ্য বেশি সাধিত হবে। অতএব এই আলোকে আগুন দ্বারা পুড়িয়ে কিসাস গ্রহণ করা বৈধ হবে। (আস-সাভী, *হাশিয়াতুস সাভি আলা শারহিস সাগির*, খন্ড- ৪, পৃ. ৩৬৯।)

দ্বিতীয়ত: রাসুল (সা.) -এর হাদিসসমূহ:

১.

عَنْ أَنَسٍ ـ رضى الله عنه ـ أَنَّ يَهُودِيًّا، رَضَّ رَأْسَ جَارِيَةٍ بَيْنَ حَجَرَيْنِ، قِيلَ مَنْ فَعَلَ هَذَا بِكِ أَفُلاَنٌ، أَفُلاَنٌ حَتَّى سُمِّيَ الْيَهُودِيُّ فَأَوْمَتْ بِرَأْسِهَا، فَأُخِذَ الْيَهُودِيُّ فَاعْتَرَفَ، فَأَمَرَ بِهِ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فَرُضَّ رَأْسُهُ بَيْنَ حَجَرَيْنِ.

আনাস (রা.) থেকে বর্ণিত, এক ইহুদি একটি দাসির মাথা দু'টি পাথরের মাঝখানে রেখে পিষে দিয়েছিল। তাকে জিজ্ঞেস করা হল, তোমার সাথে এ আচরণ কে করেছে? অমুক ব্যক্তি, অমুক ব্যক্তি? যখন সেই ইহুদির নাম বলা হল- তখন সে দাসি মাথার দ্বারা হ্যাঁ সূচক ইশারা করল। ইহুদিকে ধরে আনা হল। সে অপরাধ স্বীকার করলে নবী (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তার সম্পর্কে নির্দেশ দিলেন। তখন তার মাথা দু'টি পাথরের মাঝখানে রেখে পিষে দেয়া হল। (আল বুখারী, *সহিহ বুখারী*, খন্ড-৩, পৃ. ১২১, হাদিস নং ২৪১৩।)

এই হাদিসের সুস্পষ্ট ভাষ্য হলো- হত্যাকারী যেভাবে হত্যাকান্ড ঘটিয়েছে সেভাবেই তাকে হত্যা করা হবে। যে পাথর দিয়ে পিষে মেরেছে তাকে যেমন পাথর দিয়ে পিষে হত্যা করা হবে। অনুরূপভাবে যে আগুনে পুড়িয়ে হত্যা করেছে তাকেও আগুনে পুড়িয়ে তেমন মেরে কিসাস গ্রহণ করা হবে। (আত তাহাভী, *শারহু মা'আনিল আসার*, পৃ. ৪২৬, হাদিস নং ৩/১৮০।)

২.

عَنْ مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنْ وُهَيْبٍ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ عَنْ أَنَسٍ قَالَ قَدِمَ رَهْطٌ مِنْ عُكْلٍ عَلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم كَانُوا فِي الصُّفَّةِ فَاجْتَوَوْا الْمَدِينَةَ فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللهِ أَبْغِنَا رِسْلاً فَقَالَ مَا أَجِدُ لَكُمْ إِلاَّ أَنْ تَلْحَقُوا بِإِبِلِ رَسُولِ اللهِ فَأَتَوْهَا فَشَرِبُوا مِنْ أَلْبَانِهَا وَأَبْوَالِهَا حَتَّى صَحُّوا وَسَمِنُوا وَقَتَلُوا الرَّاعِيَ وَاسْتَاقُوا الذَّوْدَ فَأَتَى النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم الصَّرِيخُ فَبَعَثَ الطَّلَبَ فِي آثَارِهِمْ فَمَا تَرَجَّلَ النَّهَارُ حَتَّى أُتِيَ بِهِمْ فَأَمَرَ بِمَسَامِيرَ فَأُحْمِيَتْ فَكَحَلَهُمْ وَقَطَعَ أَيْدِيَهُمْ وَأَرْجُلَهُمْ وَمَا حَسَمَهُمْ ثُمَّ أُلْقُوا فِي الْحَرَّةِ يَسْتَسْقُونَ فَمَا سُقُوا حَتَّى مَاتُوا قَالَ أَبُو قِلاَبَةَ سَرَقُوا وَقَتَلُوا وَحَارَبُوا اللهَ وَرَسُولَهُ.

"আনাস (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, উক্ল গোত্রের একদল লোক নবী (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর নিকট আসল। তারা সুফ্ফায় থাকত। মাদীনার আবহাওয়া তাদের অনুকূলে না হওয়ার কারণে তারা বলল, হে আল্লাহর রাসূল! আমাদের জন্য দুধের ব্যবস্থা করুন। তিনি বললেন: "আমি তোমাদের জন্য এ ব্যতীত কিছু পাচ্ছি না যে, তোমরা রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) -এর উটপালের কাছে যাবে।" তারা সেগুলোর কাছে আসল। আর সেগুলোর দুধ ও প্রস্রাব পান করল। ফলে তারা সুস্থ ও মোটা তাজা হয়ে উঠল। আর তারা রাখালকে হত্যা করে উটগুলো হাঁকিয়ে নিয়ে চলল। নবী (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর কাছে খবর আসা মাত্র তিনি তাদের খোঁজে লোক পাঠালেন। রোদ প্রখর হবার আগেই তাদেরকে ধরে আনা হল। তখন তিনি লৌহশলাকা আনার আদেশ দিলেন। তা গরম করে তা দিয়ে তাদের চোখ ফুঁড়ে দিলেন এবং তাদের হাত-পা কেটে দেয়া হল। তবে লোহা গরম করে দাগ লাগান নি। এরপর তাদেরকে তপ্ত মরুভূমিতে ফেলে দেয়া হল। তারা পানি পান করতে চাইল। তাদেরকে কোন পানি দেওয়া হল না। অবশেষে তৃষ্ণায় তারা মারা গেল। আবূ ক্বিলাবাহ (রহঃ) বলেন, তারা চুরি করেছিল, হত্যা করেছিল এবং আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছিল। (আল বুখারী, *সহিহ বুখারী*, খন্ড-৬, পৃ. ২৪৯৫, হাদিস নং ৬৪১৯।)

এই হাদিসে দেখা যায়, রাসুল সা. অপরাধীদেরকে আগুনে প্রজ্জ্বলিত লৌহশলাকা দিয়ে চোখ ফুঁড়ে দিয়েছেন। এখান থেকে বুঝা যায়, আগুন দিয়ে শাস্তি দেয়া বৈধ।

তৃতীয়ত: সাহাবায়ে কেরামের কর্মসমূহ:

কিসাসরূপে আগুনে পুড়িয়ে হত্যার পক্ষে সাহাবায়ে কেরামের কিছু ঘটনা দিয়েও প্রমাণ পেশ করা হয়। যেমন:- সাহাবায়ে কেরামের উপস্থিতিতে আবু বকর রা. কর্তৃক কতিপয় বিদ্রোহীকে এবং পুন:মৈথুনকারীকে আগুনে পুড়িয়ে হত্যার ঘটনা। অনরূপভাবে খালেদ ইবনু ওয়ালিদ রা. কর্তৃক কতিপয় ধর্মত্যাগীকে আগুনে পোড়ানোর ঘটনা। তেমনিভাবে শত্রুদলের দুর্গে বসবাসকারীদেরকেসহ আগুন দেয়া মদিনার অধিকাংশ আলেমের মত অনুযায়ী বৈধ। এ মতটিকেও তারা তাদের পক্ষে প্রমাণ হিসেবে পেশ করেছেন। (আসকালানী, *ফাতহুল বারি*, খন্ড-৬, পৃ. ১৫০।)

চতুর্থত: যৌক্তিক প্রমাণ:

এই অভিমতের পক্ষে বেশ কিছু যৌক্তিক প্রমাণও উপস্থাপন করা হয়। যেমন;

১. ইসলামি শরীয়তে কিসাসের বিধান দেওয়ার একটি উদ্দেশ্য হলো সমতা বিধান করা। প্রাণ-সংহারের বিনিময়ে প্রাণ-সংহার। সুতরাং প্রাণ-সংহারের পদ্ধতিতে সমতা বিধান হওয়াটা আরো বেশি বিবেচ্য হওয়া উচিৎ।

২. মুসলমানকে হত্যা করা বৈধ হয় তিন কারণে: এক. ধর্ম ত্যাগকারীকে তরবারি দিয়ে হত্যা করা আবশ্যক। দুই. বিবাহিত ব্যক্তি ব্যভিচার করলে পাথর মেরে হত্যা করা আবশ্যক। তিন. কাউকে অন্যায়ভাবে হত্যাকারীকে নিহত ব্যক্তির কিসাস হিসেবে হত্যা করা। প্রথম দু'টি আল্লাহর হক্ব আর তৃতীয়টি বান্দার হক্ব। আল্লাহর হক্বের ক্ষেত্রে দুই পদ্ধতিতে হত্যার বিধান দেয়া হয়েছে। অতএব বান্দার হকের ক্ষেত্রেও ভিন্নতা থাকা দরকার। (আল-মাওয়ার্দী, *আল-হাবিল কাবির*, খন্ড-১২, পৃ. ১৪০।)

দ্বিতীয় অভিমত:

তরবারির মাধ্যমে কিসাস গ্রহণ আবশ্যক; আগুনে পুড়িয়ে কিসাস গ্রহণ বৈধ নয়।

এই অভিমতের পক্ষে অবস্থান নিয়েছেন হানাফি মাযহাব। (আল কাসানী, *বাদায়িউস সানায়ে*, খন্ড-৭, পৃ. ২৪৫।) হাম্বলি মাযহাবের ফতোয়াযোগ্য অভিমতও এটি। (সাঈদী, *আল-ইনসাফ ফি মা'রিফাতির রাজিহি মিনাল খিলাফ*, খন্ড-৯, পৃ. ৪৯০।)

ইবরাহিম নাখয়ি, আমের শা'বি, হাসান বসরি এবং সুফিয়ান সাওরি প্রমুখ ইমামগণ থেকেও এই অভিমতটি বর্ণিত। (আল আঈনী, *উমদাতুল কারী*, খন্ড-২৪, পৃ. ৩৯।) কতিপয় সাহাবি থেকেও এই অভিমতটি বর্ণিত হয়েছে, যাদের মধ্যে রয়েছেন উমর রা. এবং ইবনু আব্বাস রা.। (আসকলানী, *ফাতহুল বারি*, খন্ড-৬, পৃ. ১৫০।)

প্রসিদ্ধ হানাফি পন্ডিত আল্লামা কাসানি বলেন: "আমাদের (হানাফিদের) মাযহাবে তরবারি ব্যতীত অন্য কিছু দিয়ে কিসাস গ্রহণ করা বৈধ নয়। (আল কাসানী, *বাদায়িউস সানায়ে*, খন্ড-৭, পৃ. ২৪৫।)

হাম্বলি মাযহাবের প্রসিদ্ধ রচনা আল-ইনসাফ গ্রন্থে আছে: "কিসাস গ্রহণের পদ্ধতি নিয়ে দুই অভিমতের একটি হলো-তরবারি দিয়েই কিসাস নেয়া আবশ্যক। অন্য কিছু দিয়ে নেয়া যাবে না। এটার উপরই আমাদের মাযহাবের ফতোয়া।" (সাঈদী, *আল-ইনসাফ ফি মা'রিফাতির রাজিহি মিনাল খিলাফ*, খন্ড-৯, পৃ. ৪৯০।)

এই অভিমতের পক্ষে প্রমাণসমূহ:

এই অভিমত পোষণকারীগণ তাদের দাবির পক্ষে নিম্নোক্ত প্রমাণাদি উপস্থাপন করেন। যথা:-

প্রথমত: হাদিস থেকে প্রমাণ:

১. عن النعمان بن بشير رضـ، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا قود إلا بالسيف".

নুমান ইবনু বাশির রা. থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেছেন: "তরবারি দিয়ে গ্রহণ করা ব্যতীত কোন কিসাস নেই।" (আত সূয়ূতী, জামিউস সাগির, পৃ. ৫৪. হা. ৯৮৯৯, ইবনু মাজাহ, পৃ. ২৪৫, হা. ২৬৬৭। বায়হাকি, পৃ. ১৫৪, হা. ১৬৫১৪।)

এই হাদিসে রাসুলুল্লাহ (সা.) কিসাস গ্রহণের পদ্ধতি নির্ধারণ করে দিয়েছেন। তা হলো তরবারি। সুতরাং অন্য কিছু দিয়ে কিসাস নেয়া যাবে না।

২.

عَنْ حَمْزَةَ الأَسْلَمِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَمَّرَهُ عَلَى سَرِيَّةٍ قَالَ فَخَرَجْتُ فِيهَا وَقَالَ "إِنْ وَجَدْتُمْ فُلاَنًا فَاحْرِقُوهُ بِالنَّارِ" . فَوَلَّيْتُ فَنَادَانِي فَرَجَعْتُ إِلَيْهِ فَقَالَ "إِنْ وَجَدْتُمْ فُلاَنًا فَاقْتُلُوهُ وَلاَ تُحْرِقُوهُ فَإِنَّهُ لاَ يُعَذِّبُ بِالنَّارِ إِلاَّ رَبُّ النَّارِ".

মুহাম্মাদ ইবনু হামযাহ আল-আসলামী (রহ.) হতে বর্ণিত, তিনি তার পিতা থেকে বর্ণনা করে, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এক অভিযানে তার পিতাকে সেনাপতি নিযুক্ত করেন। হামযাহ (রা.) বলেন, আমরা অভিযানে বের হওয়ার সময় তিনি বলে দিলেন যে, অমুক ব্যক্তিকে পেলে আগুন দিয়ে পোড়াবে। আমি ফিরে চলে যাওয়ার সময় তিনি আমাকে পুণরায় ডাকলেন। আমি তাঁর নিকট ফিরে এলে তিনি বললেন, তোমরা

অমুক ব্যক্তিকে পেলে হত্যা করবে, আগুনে পোড়াবে না। কেননা কেবল আগুনের প্রভুই আগুন দিয়ে শাস্তি দেয়ার অধিকারী, অন্য কেউ নয়।

এই হাদিসে রাসুলুল্লাহ (সা.) মানুষকে আগুনে পোড়ানো হতে সরাসরি নিষেধ করেছেন এবং এই নিষেধাজ্ঞার এমন একটি কারণ উল্লেখ করেছেন যা সর্বাবস্থায় বিদ্যমান। সুতরাং রাসুলুল্লাহর এই নিষেধের মাধ্যমে কাজটি সব সময়ের জন্য হারাম হয়ে গেছে। অতএব কিসাসের জন্য হলেও এই কাজ আর বৈধ হবে না। (আল মাকদাসী, *আল-মুগনি*, খন্ড-৮, পৃ. ৩০৪।)

দ্বিতীয়ত: যৌক্তিক প্রমাণ:

আগুনে পুড়িয়ে কিসাস-গ্রহণ অবৈধ হওয়ার পক্ষে যৌক্তিক প্রমাণও রয়েছে। নিম্নে তা পেশ করা হলো-

১. ইসলামের মধ্যে যাদেরকে হত্যা করা বৈধ তাদেরকে তরবারি ব্যতীত অন্য কিছু দিয়ে হত্যা করা যাবে না। অতএব যে পদ্ধতিতে ধর্মদ্রোহীকে হত্যা করা বৈধ না সে পদ্ধতিতে অন্যদেরকে হত্যা করা কীভাবে বৈধ হতে পারে? যেমনিভাবে কেউ যাদু দিয়ে কিংবা মদ পান করিয়ে হত্যা করলে তাকেও অনুরূপ কাজের মাধ্যমে হত্যা করা বৈধ না।

২. ইসলামে যেসব প্রাণী হত্যা করা বৈধ সেগুলোকে ধারালো ছুরি দিয়ে হত্যা করা আবশ্যক। অন্য কোনো পদ্ধতিতে কোনো প্রণীকে হত্যা করা বৈধ নয়। আর মানুষের প্রাণ তো সবচেয়ে বেশি সম্মানিত। যখন কোন কারণে তাকে হত্যা করা বৈধ হয় তখন শুধু ধারালো তরবারি দিয়েই তা হওয়া উচিৎ।

৩. তরবারি ছাড়া অন্যকিছু দিয়ে কিসাস গ্রহণ করা হলে সেক্ষেত্রে হত্যাকারীর উপর বাড়াবাড়ি হয়ে যেতে পারে। অর্থাৎ সে যে পরিমাণ অপরাধ করেছে তার চেয়ে বেশি পরিমাণ কষ্ট তাকে দেয়া হলে সেটা হবে অবৈধ। আগুনে পুড়িয়ে কিসাস গ্রহণের ক্ষেত্রেও হত্যাকারীর উপর বাড়াবাড়ি হয়ে যাবে না-এর নিশ্চয়তা নেই। তাই কাউকে বিষাক্ত কিংবা ভোতা ছুরি দিয়ে হত্যা করা হলে হত্যাকারীকে অনুরূপ ছুরি দিয়ে হত্যা করা হবে না। বরং ধারালো তরবারি দিয়েই হত্যা করা হবে। (আল মাকদাসী, *আল-মুগনি*, খন্ড-৮, পৃ. ৩০৪।)

প্রাধান্যপ্রাপ্ত অভিমত:

উপরোক্ত দুই অভিমতের প্রমাণাদি পর্যালোচনা করলে স্পষ্ট হয়ে যায় যে, দ্বিতীয় অভিমতটিই প্রাধান্যপ্রাপ্ত; অর্থাৎ আগুনে পুড়িয়ে হত্যা করা কিছুতেই বৈধ নয়। সেটা দন্ডবিধি হিসেবে হোক, কিংবা কিসাস হিসেবে হোক অথবা হোক শাস্তি হিসেবে। কেননা, এই অভিমতের পক্ষ্যের প্রমাণগুলো বেশি শক্তিশালি এবং প্রথম অভিমতটির পক্ষ্যের প্রমাণগুলো তুলনামূলকভাবে দুর্বল। এই মতটিকে প্রাধান্য দেওয়ার ক্ষেত্রে আরও বেশ কিছু কারণ রয়েছে। যেমন:-
রাসুলুল্লাহ (সা.) কাউকে আগুনে পুড়িয়েছেন, এমন কথা কুরআন ও হাদিসের কোথাও নেই। তবে রাখালকে হত্যা করে উট চুরি করে পালিয়ে যাওয়া ডাকাত দলকে তিনি অগ্নিদগ্ধ লৌহশলাকা দ্বারা চোখ উপড়ে ফেলার নির্দেশ দিয়েছিলেন। এর প্রভাবে তাদের কারও মৃত্যু হয়নি। বরং অনাহারে পড়ে থাকার ফলে তাদের মৃত্যু হয়েছে। (ইবনু হাজার আসকলানী, *ফাতহুল বারি*, খন্ড-১, পৃ. ৩৪০।)

উপরোক্ত ঘটনার পর রাসুলুল্লাহ সা. না কারও চোখ উপড়ে ফেলেছেন আর না কারও জিহ্বা কেটে দিয়েছেন। এমনকি হাত-পা কাটার চেয়ে বেশি কোন শাস্তি এরপর তিনি দেননি। আর যে কোনো যুদ্ধাভিযানে পাঠানোর সময় শত্রুদের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ কেটে টুকরো টুকরো করা হতে নিষেধ করেছেন। এ থেকে বুঝা যায়, রাসুলুল্লাহ সা. এর পূর্বোক্ত কাজটি রহিত করা হয়েছে। অতএব যদি অগ্নিদগ্ধ লৌহশলাকা দ্বারা চোখ উপড়ে ফেলা নিষিদ্ধ হয় তাহলে সরাসরি আগুনে ফেলে হত্যা করা কিভাবে বৈধ হতে পারে?! (সালেহী, *সুবুলুল হুদা ওয়ার রাশাদ ফি সিরাতি খায়রিল ইবাদ*, খন্ড-৬, পৃ. ১১৭।)

উপরোক্ত উট চোরদের ঘটনায় তাদের সাথে যে আচরণ করা হয়েছিল তা ছিল আগুনের মাধ্যমে শাস্তি প্রদান। যা বিভিন্ন প্রকারের ও তেজের আগুন দ্বারা বাস্তবায়ন করা সম্ভব। আর এরূপ শাস্তি প্রদানে প্রাণনাশের সম্ভাবনা নেই। পক্ষান্তরে আগুনে পুড়িয়ে কিসাস গ্রহণ হলো আগুনের মাধ্যমে হত্যা। যা আগুনের মাধ্যমে শাস্তি প্রদানের সর্বশেষ স্তর। হাদিসের মধ্যে আগুনে পুড়িয়ে শাস্তি প্রদান করতে নিষেধ করা হয়েছে। অতএব আগুনে পুড়িয়ে হত্যা করা আরও বেশি নিষিদ্ধ হওয়া চাই। কারণ, দ্বিতীয়টি প্রথমটির চেয়ে বেশি মারাত্মক।

মানুষের উপর আবর্তিত শাস্তি হয়ত কিসাস নয়ত অন্যকিছু। যদি কিসাস হয় তাহলে সেক্ষেত্রে রাসুলুল্লাহ সা. পদ্ধতি নির্ধারণ করে দিয়েছেন। তিনি বলেছেন "তরবারি দিয়ে গ্রহণ করা ব্যতীত কোন কিসাস নেই"। অতএব কিসাস-গ্রহণের অন্যান্য সকল পদ্ধতি পরিত্যাজ্য। আর যদি কিসাস না হয় তবে সে ক্ষেত্রে রাসুলুল্লাহ সা. এর এই হাদিসটি প্রযোজ্য। "আগুনের প্রভু ছাড়া কেউ আগুন দিয়ে শাস্তি দিতে পারে না"। সুতরাং বুঝা গেল, আগুনের মাধ্যমে শাস্তি প্রদানের বিষয়টি রহিত।

সাহাবায়ে কিরাম (আবু বকর, আলি এবং খালিদ) রা. এর ব্যাপারে আগুনে পুড়িয়ে শাস্তি প্রদানের যে ঘটনাগুলো বর্ণিত হয়েছে সেগুলোর ব্যাপারে কথা হলো- হয়ত তারা তাদেরকে হত্যা করার পর আগুনে পুড়িয়েছেন; আগুনে পুড়িয়ে হত্যা করেননি। অথবা তারা তা করেছেন আগুনে পুড়িয়ে হত্যা বিষয়ক নিষেধাজ্ঞা জানার আগে। কিংবা তাদের সে ঘটনার অন্য কোন ব্যাখ্যা থাকতে পারে।

আগুনে পুড়িয়ে হত্যা করা হলে মৃতদেহের ধর্মীয় অধিকার থেকে বঞ্চিত করা হয়। যেমন:- গোসল দেয়া এবং পরিপূর্ণভাবে কাফন-দাফন করা।

রাসুল (সা.) এর হাদিসে এসেছে;
عَنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ، قَالَ ثِنْتَانِ حَفِظْتُهُمَا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ "إِنَّ اللَّهَ كَتَبَ الإِحْسَانَ عَلَى كُلِّ شَىْءٍ فَإِذَا قَتَلْتُمْ فَأَحْسِنُوا الْقِتْلَةَ وَإِذَا ذَبَحْتُمْ فَأَحْسِنُوا الذَّبْحَ وَلْيُحِدَّ أَحَدُكُمْ شَفْرَتَهُ فَلْيُرِحْ ذَبِيحَتَهُ ".

"শাদ্দাদ ইবনু আওস রা. বলেন: আমি রাসুলুল্লাহ (সা.) হতে দু'টি কথা মনে রেখেছি। তিনি বলেছেন; "আল্লাহ তা'আলা প্রত্যেক বিষয়ে তোমাদের উপর 'ইহসান' (ভালো ব্যবহার) অত্যাবশ্যক করেছেন। অতএব তোমরা যখন হত্যা করবে, দয়ার্দ্রতার সঙ্গে হত্যা করবে; আর যখন জবাই করবে তখনও দয়ার সঙ্গে জবাই করবে। তোমাদের সবাই যেন ছুরি ধারালো করে নেয় এবং জবাইকৃত জন্তুকে কষ্টে না ফেলে। (ইমাম মুসলিম, *সহিহ মুসলিম*, খন্ড-৩, পৃ. ১৫৪৮, হা. ১৯৫৫।)

এই হাদিসের ব্যাখ্যায় হাদিসবিশারদগণ যা বলেছেন তার সারমর্ম হলো- সর্বদা সকলের প্রতি ভালো ব্যবহার আবশ্যক। আর মানুষকে আগুনে পোড়ানো কখনো ভালো ব্যবহারের অন্তর্ভুক্ত হতে পারে না। কারণ, এর মাধ্যমে সমাজে বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে।

অন্য হাদিসে এসেছে;
عن ابن عمر انه دخل على يحي بن سعيد دَخَلَ عَلَى يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّه
عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّه دَخَلَ عَلَى يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ, وَغُلَامٌ مِنْ بَنِي يَحْيَى رَابِطٌ دَجَاجَةً يَرْمِيهَا, فَمَشَى إِلَيْهَا ابْنُ عُمَرَ حَتَّى حَلَّهَا, ثُمَّ أَقْبَلَ بِهَا وَبِالْغُلَامِ مَعَه فَقَالَ ازْجُرُوا غُلَامَكُمْ عَنْ أَنْ يَصْبِرَ هٰذَا الطَّيْرَ لِلْقَتْلِ, فَإِنِّي سَمِعْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم, نَهَى أَنْ تُصْبَرَ بَهِيمَةٌ أَوْ غَيْرُهَا لِلْقَتْلِ.
"হযরত আব্দুল্লাহ ইবনু উমার (রা.) থেকে বর্ণিত, একবার তিনি ইয়াহ্ইয়া ইবনু সাঈদের কাছে গিয়েছিলেন। এ সময় ইয়াহ্ইয়া পরিবারের এক বালক একটি মুরগীকে বেঁধে তার দিকে তীর ছুঁড়ছিল। ইবনু উমার (রা.) মুরগীটির

দিকে এগিয়ে গিয়ে সেটি মুক্ত করে দিলেন। তারপর মুরগী ও বালকটিকে সঙ্গে নিয়ে এগিয়ে এসে বললেন, হত্যার উদ্দেশ্যে এভাবে বেঁধে পাখি মারতে তোমাদের বালকদেরকে বাধা দিবে। কেননা, আমি নবী (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে হত্যার উদ্দেশ্যে জন্তু জানোয়ার বেঁধে তীর নিক্ষেপ করা হতে নিষেধ করতে শুনেছি। (আল কুখারী, *সহিহ বুখারী*, খন্ড-৩, পৃ. ৪৫১, হা. ৫৫১৪।)

মদ পান কিংবা পুন:মৈথুনের মত অবৈধ পদ্ধতিতে কিসাস-গ্রহণ যেমন শরীয়তে নিষিদ্ধ। তেমনি আগুনে পুড়িয়ে কিসাস-গ্রহণও অবৈধ হওয়া চাই। কারণ, আগুনে পুড়িয়ে মারার ব্যপারে নিষেধাজ্ঞা একাধিক হাদিসে বর্ণিত হয়েছে। সুতরাং সেগুলোর মত এটিও একটি শরিয়ত-নিষিদ্ধ পদ্ধতি।
“সাহাবায়ে কেরাম আগুনে পোড়ানোকে হারাম জানতেন। যারা ক্ষেত্রবিশেষে আগুনে পুড়িয়ে শাস্তি দিয়েছেন তারাও তা স্বীকার করেছেন। যেমন নিম্নোক্ত হাদিসটি এর প্রমাণ বহন করে;
عَنْ عِكْرِمَةَ، أَنَّ عَلِيًّا، حَرَّقَ قَوْمًا ارْتَدُّوا عَنِ الإِسْلاَمِ، فَبَلَغَ ذَلِكَ ابْنَ عَبَّاسٍ فَقَالَ لَوْ كُنْتُ أَنَا لَقَتَلْتُهُمْ، لِقَوْلِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم "مَنْ بَدَّلَ دِينَهُ فَاقْتُلُوهُ". وَلَمْ أَكُنْ لأُحَرِّقَهُمْ لِقَوْلِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم "لاَ تُعَذِّبُوا بِعَذَابِ اللَّهِ". فَبَلَغَ ذَلِكَ عَلِيًّا فَقَالَ صَدَقَ ابْنُ عَبَّاسٍ. قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ حَسَنٌ. وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ فِي الْمُرْتَدِّ. وَاخْتَلَفُوا فِي الْمَرْأَةِ إِذَا ارْتَدَّتْ عَنِ الإِسْلاَمِ فَقَالَتْ طَائِفَةٌ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ تُقْتَلُ وَهُوَ قَوْلُ الأَوْزَاعِيِّ وَأَحْمَدَ وَإِسْحَاقَ. وَقَالَتْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ تُحْبَسُ وَلاَ تُقْتَلُ وَهُوَ قَوْلُ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ وَغَيْرِهِ مِنْ أَهْلِ الْكُوفَةِ .

হযরত ইকরামা (রাজি.) থেকে বর্ণিত, একদল মানুষ ইসলাম ধর্ম ত্যাগ করলে (মুরতাদ্দ হয়ে গেলে) আলী (রা.) তাদেরকে আগুন দিয়ে জ্বালিয়ে দেন। ইবনু আব্বাস (রা.) -এর নিকট এ সংবাদ পৌঁছলে তিনি বললেন, আমি সেখানে উপস্থিত থাকলে তাদেরকে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর বাণী মোতাবিক 'হত্যা করতাম। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন: “যে মানুষ তার দ্বীন পরিবর্তন করে তাকে মেরে ফেল”। আমি (ইবনু আব্বাস) কখনো তাদেরকে আগুনে জ্বালিয়ে মারতাম না। কেননা রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন: “তোমরা আল্লাহ্ তা'আলার আযাব (আগুন) দ্বারা (কাউকে) শাস্তি দিও না।” একথা আলী (রা.) -এর নিকট পৌঁছলে তিনি বললেন, ইবনু আব্বাস সঠিক বলেছে। আবূ ঈসা বলেন, এটি সহীহ হাসান হাদিস, এ হাদীস মোতাবিক অভিজ্ঞ আলিমগণ ধর্মত্যাগীর হুকুমের বিষয়ে মতামত ব্যক্ত করেছেন। কিন্তু কোন মহিলা ইসলাম ধর্ম বর্জন করলে তার কি শাস্তি হবে এই ব্যাপারে তাদের মধ্যে দ্বিমত আছে। একদল বিশেষজ্ঞ বলেছেন, তাকে মৃতুদন্ড প্রদান করা হবে। এই মত প্রকাশ করেছেন ইমাম আওযাঈ, আহমাদ ও ইসহাক রহ.। অপর একদল বলেছেন, তাকে বন্দী করা হবে, মেরে ফেলা যাবে না। এই মত সুফিয়ান সাওরী ও কূফাবাসীদের। (আত-তিরমিয়ী, *সুনানে তিরমিযি*, খন্ড-৪, পৃ. ৫৯, হাদীস নং-১৪৫৮।)

উপসংহার

উপর্যুক্ত আলোচনায় সুস্পষ্ট যে, মহান আল্লাহর শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি মানুষ। মানুষকে ইসলাম সম্মানিত করেছে। মানব সন্তানের পৃথিবীতে আগমন ও প্রস্থানে ইসলাম মর্যাদাপূর্ণ ও সৌন্দর্যময় ব্যবস্থপনা প্রবর্তন করেছে। আলোচ্য প্রবন্ধে কিসাসের দাবিতে আগুনে পুড়িয়ে হত্যা করা প্রসঙ্গটি অতীব গুরুতত্বপূর্ণ। কারণ, রাসুলুল্লাহ সা. থেকে আগুনে পুড়িয়ে শাস্তি দেওয়ার নিষেধাজ্ঞা প্রসঙ্গটি সুস্পষ্টভাবে হাদিসে বর্ণিত হয়েছে। এ ছাড়াও কিসাসের ক্ষেত্রে আগুনে পোড়ানোর বৈধতার পক্ষে কোন সুস্পষ্ট প্রমাণ নেই। অন্যদিকে যেসব ঘটনায় অপরাধীকে শাস্তি দেয়ার জন্য আগুনের ব্যবহার হয়েছে সেগুলো কিছুতেই আগুনে পুড়িয়ে হত্যা করার পক্ষে প্রমাণ হতে পারে না। উভয়ের মাঝে পার্থক্য সুস্পষ্ট। কারণ, শাস্তি দেওয়ার মাধ্যমে উদ্দেশ্য থাকে অপরাধীর সংশোধন। কিসাসে তো সেটার সুযোগই

নেই। আর মানুষকে আগুনে পোড়ানো হলে সমাজে বিভিন্ন বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। মানুষের সম্মান ক্ষুণ্ন হয়। কাফন-দাফনেও সমস্যা হয়। অতএব বলা যায়, আগুনে পুড়িয়ে কিসাস গ্রহণের মাধ্যমে নিহত ব্যক্তির অভিভাবকের মনের সামান্য প্রশান্তি ছাড়া অন্য কোন লাভ নেই; বরং বিভিন্ন দিক থেকে অনেক ক্ষতি রয়েছে। তাই কাউকে আগুনে পুড়িয়ে হত্যা করা হতে বিরত থাকা একান্ত কাম্য।

টিকা:

وقد أجمعت الأمة الإسلامية على وجوب القصاص؛ لما فيه من تخليص المجتمع من شأفة الجريمة وتطييبا لقلوب أولياء المجني عليه، وحفاظاً على المجتمع من التفكك والاقتتال؛ تحقيقا لمعنى الحياة الذي أراده الله سبحانه وتعالى.

(আবূ বকর আল কাসানী, *বাদায়িউস সানায়ে*, খন্ড নং-৭, পৃ. ২৩৭।)

তথ্যসূত্র:

আল্ কুরআনুল কারিম

আবুল হুসাইন মুসলিম ইবন হাজ্জাজ, *সহীহ মুসলিম*, বৈরুত: ত্বাওকুন নাজাত, ১ম প্রকাশ, ১৪৩৩ হি.।

আবূ বকর আল কাসানী, *বাদায়িউস সানায়ে*, বৈরূত: দারুল কুতুব আল ইলমিয়্যাহ, ১ম প্রকাশ ১৩২৮ হি.।

আবূ দাউদ, সুলায়মান ইবন আশআশ, *সুনানু আবি দাউদ*, দিল্লি: মাতবাআতুল আনছারিয়া, ১৩২৩ হি.।

আবূ দাউদ, সুলায়মান ইবন আশআস, *সুনানে আবু দাউদ*, দারুর রিসালা আল- আলমিয়্যা, প্রথম প্রকাশ, ১৪৩০ হি.।

আবু আবদুল্লাহ মুহাম্মদ বিন ইউসুফ, *শারহু মুখতাসারি খলিল*, বৈরূত: দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, ১৪১৬হি.।

আল-বুখারী, মুহাম্মদ ইবন ইসমাইল, *সহিহ বুখারী*, দামাশ্ক: দারু ইবন কাছির, ৫ম প্রকাশ, ১৪১৪ হি./১৯৯৩ খ্রি.।

আল-বুখারী, মুহাম্মদ ইবন ইসমাইল, *সহিহ বুখারী*, দামাশ্ক: দারু ইবন কাছির, ৫ম প্রকাশ-১৪১৪ হি.।

আল জাযীরী, আবদুর রহমান, *কিতাবুল ফিকহ আলাল মাযাহিবিল 'আরবা'আহ*, বৈরুত: দারুল কুতুব আল-ইলমিয়্যাহ, ১৪২৪ হি.।

আল খুযায়মা, মুহাম্মদ ইবন ইসহাক, *সহিহ ইবনে খুযায়মা*, বৈরুত: আল মাকতাবুল ইসলামী, ৩য় প্রকাশ-১৪২৪ হি.।

আদ দাসূকী, শামসুদ্দীন, *হাশিয়াতুদ দাসূকী*, বৈরূত: দারুল ফিকর, তাবি।

আল মাকদাসী, ইবনু কুদামা, *আল-মুগনি*, মিশর: মাকতাবাতুল কাহেরা, ১৩৮৯ হি.।

আঈনী, বদরুদ্দীন, *উমদাতুল কারী*, বৈরূত: দারুল ফিকর, ১৪৩১ হি.।

আল-মাওয়ার্দী, আবুল হাসান *আল-হাওয়িল কাবির*, বৈরূত: দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, ১৪১৯হি.।

আস-সাভী, আবুল আব্বাস আহমদ ইবনে মুহাম্মদ, *হাশিয়াতুস সাভি আলা শারহিস সাগির*, বৈরূত: দারুল মা'রিফ, তাবি।

আল-বুখারী, মুহাম্মদ ইবন ইসমাইল, *সহিহ বুখারী*, বৈরুত: দারু ত্বাওকুন নাজাত, ১ম প্রকাশ-১৪২২ হি.।

আত তাহাভী, আবূ জাফর আহমদ, *শারহু মা'আনিল আসার*, বৈরূত: দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, ১৩৯৯ হি.।

আল-মাওয়ার্দী, আবুল হাসান, *আল-হাবিল কাবির*, বৈরুত: দারুল কুতুব আল ইলমিয়্যাহ, ১৪১৯ হি.।

আল কাসানী, আবূ বকর, *বাদায়িউস সানায়ে*, বৈরূত: দারুল কুতুব আল ইলমিয়্যাহ, ১ম প্রকাশ ১৩২৮ হি.।

আল-বুখারী, মুহাম্মদ ইবন ইসমাইল, *সহিহ বুখারী*, বৈরূত: দারু ইবনি কাছীর, ১৯৮৭ খ্রি.।

আল-আঈনী, বদরুদ্দীন, *উমদাতুল কারী*, বৈরূত: দারুল ফিকর, ১৪৩১ হি.।

আস সুয়ূতী. জালাল উদ্দীন আবদুর রহমান, *জামিউস সাগির*, বৈরুত: দারুল কুতুব আল ইলমিয়্যাহ, ১৪৩১ হি.।

আল-বায়হাকী, আবূ বকর আহমদ ইবন হুসাইন, *আস সুনানলি কুবরা*, বৈরুত: দারুল কুতুব আল ইলমিয়্যাহ, ১৪২৪ হি.।

আল মাকদাসী, ইবনু কুদামা, *আল-মুগনি*, কায়রো: মাকতাবাতুল কাহেরা, ১ম প্রকাশ-১৩৮৯ হি.।

আত-তিরমিযী, মুহাম্মদ ইবন ঈসা, *সুনানে তিরমিযি*, মিশর: মাতবাআতু মুস্তফা, ২য় প্রকাশ-১৩৯৫হি.।

ইব্ন মানযুর, মুহাম্মদ, *লিসানুল আরব*, বৈরুত: দারু সাদির, তাবি।

ইবন হাজার আসকালানী, আহমদ, *ফাতহুল বারি*, বৈরূতঃ দারুল মা'রিফা, ১৩৭৯ হি.।
ইমাম নববী, *আল-মিনহাজুন নববি*, বৈরূতঃ দারুল ফিকর, ১৪২৫হি.।
ইবন মাজা, আবূ আবদুল্লাহ মুহাম্মদ ইবন য়াযিদ, *সুনানি ইবনি মাজাহ*, কায়রুঃ দারুর রিসালা আল আলমীয়্যাহ, ১ম প্রকাশ-১৪৩০ হি.।
ইমাম মুসলিম, আবূল হুসাইন মুসলিম ইবন হাজ্জাজ, *সহিহ মুসলিম*, কায়রুঃ মাতবাআতু ঈসা, ১৩৭৪ হি.।
সাঈদী, আবুল হাসান আলী ইবনে সুলাইমান, *আল-ইনসাফ ফি মা'রিফাতির রাজিহি মিনাল খিলাফ*, বৈরূতঃ দারুল কুতুব আল ইলমিয়্যাহ, ২০১২ খ্রি.।
সালেহী, মুহাম্মদ ইবনু ইউসুফ, *সুবুলুল হুদা ওয়ার রাশাদ ফি সিরাতি খায়রিল ইবাদ*, বৈরুতঃ দারুল কুতুব আল ইলমিয়্যাহ, ১৪১৪ হি.।